যুগান্তর

তারিখ 2 8 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ভিসির সাক্ষাৎ

ঢাবিতে ধর্মঘট প্রত্যাহার

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা টানা দু'দিন ধর্মঘট শেষে তাদের কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নিয়েছে। বিসিএসসহ সরকারি চাকরিতে বিদ্যমান ৫৫ ভাগ কোটা প্রথা বাতিলের দাবিতে তারা লাগাতার ধর্মঘট ডাকে। বুধবার প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে উপাচার্য আন্দোলনকারীদের দাবির ব্যাপারে ইতিবাচক আশ্বাস দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীরা ঘোষিত কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেয়। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তবে তারা ১৫ মার্চের মধ্যে 'কোটার' ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ও যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য সরকারকে সময় বেঁধে দিয়েছে।

এর আগে, ধর্মঘটকে সামনে রেখে ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের দু'পক্ষ বিপরীতমুখী অবস্থান নেয় বুধবার। এক গ্রুপের হামলায় আরেক গ্রুপের দু'জন আহতও হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক এমএমএ ফয়েজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক বিষয় নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন দুপুরে। সাক্ষাৎ শেষে বিকালে তিনি সাংবাদিকদের জানান, আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের দাবির বিষয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। সরকার এ বিষয়ে একটি যৌক্তিক সমাধানের দিকে যাচ্ছে। পিএসসি'র একটি স্টাডি গ্রুপ এ বিষয়ে কাজ করছে। তাদের মধ্যে বিভিন্ন পেশাজীবীর প্রতিনিধিত্বও রয়েছে। উপাচার্যের এ বক্তব্য জানার পর আন্দোলনকারীরা তাদের ধর্মঘট প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়।

কোটা বাতিলের দাবিতে সকাল সাড়ে ৭টায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পথগুলো বন্ধ করে দেয়। অচল করে রাখে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন ব্যবস্থা। কলা ভবনসহ বিভিন্ন ক্লাসরুমে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়। সাড়ে ৮টার দিকে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসে আসে। তারা কলা ভবনসহ বিভিন্ন ভবনের ক্লাসরুমের তালা ভেঙে ফেলে। বেলা ১১টার দিকে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা রড, হকিস্টিক, স্টাম্প ও লাঠিসোটা নিয়ে ক্যাম্পাসে মহড়া, বিক্ষোভ ও সমাবেশ করে। মিছিল অপরাজেয় বাংলা থেকে শুরু হয়ে মধুর ক্যান্টিন হয়ে আবার অপরাজেয় বাংলায় এসে শেষ হয়। এ সময় সংক্ষিপ্ত সমাবেশে নেতারা ধর্মঘটের পক্ষে আন্দোলনকারীদের বহিরাগত বলে দাবি করে বলে, ধর্মঘটের নামে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা করছে। অপরদিকে একই সময় পাল্টা আন্দোলনকারীরা

প্রত্যাহার : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

প্রত্যাহার : ধর্মঘট

উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তাদের দাবির কথা প্রধান উপদেষ্টাকে জানানোর অনুরোধ করে। পরে তারা উপাচার্য অফিসের সামনে অবস্থান নিয়ে সমাবেশ করে এবং কোটার ব্যাপারে যৌক্তিক সমাধানের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেয়। নিজেদের বৈধ ছাত্র বলে দাবি করে আইডি কার্ড প্রদর্শন করে। এর আগে সকাল সাড়ে ১০টার ধর্মঘটের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে মুহসীন হলের বসুনিয়ার গেটে দুই ছাত্রকে পিটিয়েছে ছাত্রলীগ কর্মীরা। আহতরা হল— জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং চতুর্থ বর্ষের ছাত্র মিনহাজ ও ফিন্যান্স তৃতীয় বর্ষের হাসান।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের পক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী'র এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ধর্মঘট প্রত্যাহারের কথা জানানো হয়। এতে বলা হয়, বিদ্যমান কোটা প্রথা পুনর্মূল্যায়নের ব্যাপারে সরকারের ইতিবাচক আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তারা ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা দাবি করেছে, আন্দোলনের বিরোধিতার নামে একটি মহল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নস্যাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। সরকার, সেনাবাহিনী ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সহযোগিতার স্বার্থে তারা ১৫ মার্চ পর্যন্ত কর্মসূচি স্থগিত করেছে।